দৈনিক খবর

তারিখ 22 JAN 1993
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

কর্তৃপক্ষের খামখেয়ালীতে

পঞ্চম শ্রেণীর ৫ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে

ঠাকুরগাঁও, ২১শে জানুয়ারী।– সংবাদদাতা এস এম জসিম জানান : ঠাকুরগাঁও সদর থানার প্রাথমিক পরীক্ষা পরিচালনা কমিটির অদূরদর্শিতা ও খাম–খেয়ালীপনার কারণে ৫ম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ৪৮৭৭ জন ছাত্র/ছাত্রী এবং তাদের অভিভাবকবৃন্দ হতাশার শিকার হয়েছেন।

গত ডিসেম্বর মাসের ২য় সপ্তাহ নাগাদ পঞ্চম শ্রেণীর স্কুল ফাইনাল তথা সমাপনী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ থানার ২৩৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৪৮৭৭ জন ছাত্র/ ছাত্রী এ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। কিন্তু পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়নে সংশ্লিষ্ট কমিটি নতুন নিরীক্ষা চালাতে গিয়ে অকারণ জটিলতা সৃষ্টি করেছেন। প্রাথমিক শিক্ষকদের দিয়ে খাতা দেখার কাজ শুরু করেন। এ খবর জানতে পেরে সচেতন অভিভাবকবৃন্দ শিশুদের সঠিক মেধা মূল্যায়নের বিষয়ে সন্দিহান ও শংকিত হয়ে পড়ে প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠেন। সমাপনী পরীক্ষার খাতা অশিক্ষকদের দিয়ে মূল্যায়নের নামে কোমলমতি শিশুদের 'গিনিপিগ' হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। সংশ্লিষ্ট কমিটির একজন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, বাংলাদেশে এই অজুহাতে অশিক্ষকদের দিয়ে খাতা দেখানোহচ্ছে।

থানা শিক্ষা অফিসার জানিয়েছেন, ফলাফল ঘোষণায় খুব একটা বিলম্ব যেন না হয় সে জন্য থানা সমাপনী পরীক্ষা পরিচালনা কমিটির সভাপতি ও থানা নির্বাহী অফিসার এই অভিনব পরীক্ষা পত্র মূল্যায়ন পদ্ধতি বাতিল করে চিরাচরিত প্রথায় প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষক–শিক্ষিকাদের দ্বারা খাতা পরীক্ষা করাচ্ছেন। তবে থানা পরিষদ হলে পরীক্ষা পরিচালনা কর্তৃপক্ষের সামনেই খাতা দেখতেহচ্ছে।

এখানে উল্লেখ্য, সমাপনী পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত না হলেও গত ১০ ও ১৩ই জানুয়ারী ঠাকুরগাঁও সরকারী বালিকা বিদ্যালয়ে ও জেলা স্কুলে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু যারা ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিতে পারলো না তদের নিয়ে অভিভাবকবৃন্দ চরম হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন।